সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩০৫
WEEKLY BOOKLET:305

'আমীরে 'আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশ

পিতা মাতার ব্যাপারে ঘটনাবলী

মায়ের দোয়ায় সন্তানের কলেমা নসীব হয়ে গেলো
অন্তিম মুহূর্তে ভয়ংকর চিৎকারকারী যুবক
মাকে একাকী ফেলে রাখা লোকের শিক্ষণীয় মৃত্যু
বৃদ্ধাশ্রম ও এক অসহায় বৃদ্ধা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পিতা মাতার ব্যাপারে ঘটনাবলী

আত্তারের দোয়াঃ হে রব্বে মুস্তফা! যে কেউ ১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই পুস্তিকা **"পিতা মাতার ব্যাপারে ঘটনাবলী"** পড়ে বা শুনে নেয় তাকে তার পিতা মাতার অনুগত ও সেবক বানাও এবং তাকে তার পিতামাতা সহ জান্নাতের ফিরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করাও! اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমিরুল মুমিনীন মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীয়্যুল মুরতাজা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন যখন কোন মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করো তখন **রাসুলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো।

(আফদালুস সালাতু আলান নাবী লিল কাজি আল জাহযামি, ৭০ পৃষ্ঠা, সংখ্যা ৮০)

পিতামাতার বাধ্য হয়ে গেলো

অবাধ্যতার জন্য অনুশোচনার অশ্রু ঝরাতে, গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভে, নিজেকে নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহী বানাতে, নিজের অস্তিত্বকে সুন্নাত দ্বারা সাজাতে ও নিজের অন্তরে নবীপ্রেমের প্রদীপ জ্বালাতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি

www.dawateislami.net

পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট থাকুন, নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস অব্যাহত রাখুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, **নেক আমল** অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন আর এতে অটলতা পেতে প্রতিদিন "**আমলের পর্যবেক্ষণ**" করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করতে থাকুন এবং প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন আর নিজের এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" অর্জনের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি **মাদানী বাহার** শুনাই। সামুন্দরী হীরা ওয়ালা গ্রামের (জিলা: ডেরা গাজীখান, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের (বয়স প্রায় ২০ বৎসর) বর্ণনার সারমর্ম হলো: আমি সম্ভবত ২০০৯ সনে মডেল পরীক্ষা দেয়ার পর ছুটি কাটাতে বাড়ি চলে এসেছিলাম।একদিন সবজি কিনতে বের হলে পথি মধ্যে কয়েকজন সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট পরিধান করা আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো, তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সাক্ষাত করলো আর **একক প্রচেষ্টা** করে কিছুটা এরূপ মনোরমভাবে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় দাওয়াত দিলেন যে, রাজি হয়ে গেলাম। যখন নির্ধারিত সময়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়ার জন্য ইসলামী ভাইদের নিকট গেলাম তখন তারা খুবই সহানুভুতি প্রদর্শন করলো এবং অত্যন্ত সম্মান ও আদবের সহিত আমাকে গাড়িতে বসালো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ফয়যানে মদীনা জামপুরে (জিলা: রাজনপুর)

www.dawateislami.net

অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা সপ্তাহিক ইজতিমায় আমার জীবনে প্রথমবার উপস্থিতি নসিব হলো। সেখানকার না'ত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান, যিকিরুল্লাহ এবং ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিলো, বিশেষ করে দোয়ার সময় খোদাভীতির কারণে আমার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা বইতে থাকে, আমি গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং ইজতিমা থেকে ফিরে আসার পর নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে দিলাম, কিছুদিন পর দাঁড়ি শরীফও রেখে নিলাম এবংসবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুটও সাজিয়ে নিলাম, আমি যে কিনা অত্যন্ত কটুভাষী ও বেআদব লোক ছিলাম, পিতামাতার সামনে চিৎকার করতাম এবং তাঁদের অসম্মান করতাম, এখন পিতামাতার অনুগত ও বাধ্য হয়ে গেলাম আর তাঁদের হাত পা চুমু খেতে লাগলাম। আমার এমন আমূল পরিবর্তনে শুধু পরিবার নয় বরং আত্মীয়-স্বজন সকলেই আশ্চর্য্য ছিলো। দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার পূর্বে আমার একটি রোগ ছিলো, যে কারণে খুবই দূর্ভাবনায় থাকতাম। **আল্লাহ পাক** আমাকে সেই রোগ থেকে আরোগ্য দান করে দিলেন, আমার সুধারণা যে, এটা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের বরকত ছিলো। এই মাদানী বাহার দেখে আমার আম্মা আমাকে আদেশ দিলেন যে, তোমার ছোট ভাইয়ের মূত্রাশয়ে ব্যথার রোগ আছে, তুমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে হওয়া "৬৩ দিনের তরবিয়্যতি কোর্সে" অংশগ্রহন করে তোমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করো। আমি আদেশ পালনে মাদানী তরবিয়্যতি কোর্সের জন্য সম্ভবত ২০১০ সালে ফয়যানে মদীনা সাহিওয়াল গিয়ে পৌঁছলাম এবং সেখানে ভাইয়ের জন্য আমি নিজে শুধু দোয়া করতাম না বরং অন্যান্য আশিকানে

www.dawateislami.net

রাসূলদেরকেও দোয়ার জন্য বলতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তখনও তরবিয়্যতি কোর্সে আমার মাত্র দুই সপ্তাহই হয়েছিলো, আমার ভাইয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে শুরু করলো অথচ এর জন্য ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছিলো। যখন আবারো চেকআপ করানো হলো তখন ডাক্তার হতবাক হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো যে, এখন আর অপারেশনের প্রয়োজন নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার ভাই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

হে ইসলামী ভাই সভি ভাই ভাই হে বে হদ মাহাব্বাত ভরা মাদানী মাহোল
এ্যয় বীমারে ইসইয়াঁ তু আ'জা ইহাঁ পর গুনাহো কি দেয়গা দা'ওয়া মাদানী মাহোল
শেফায়ে মিলেনগি, বালায়েঁ টলেনগি
একিনান হে বারাকাত ভরা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

উল্লেখিত মাদানী বাহারের ভিত্তিতে নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!আপনারা দেখলেন তো!**দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের বরকতে পিতামাতার অবাধ্য ও বে-আদব সন্তান সরল পথে এসে গেলো। নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, যার পিতামাতা তার উপর সন্তুষ্ট রয়েছে,**আল্লাহ**র শপথ!ঐ ব্যক্তি খুবই দূর্ভাগা, যে নিজের পিতামাতাকে শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত অসন্তুষ্ট রাখে আর যেহেতু বর্তমানে চারিদিকে পিতামাতার অবাধ্যতা ও মনে কষ্ট দেয়ার তুফান বইছে, তাই উল্লেখিত মাদানী বাহারের ভিত্তিতে পিতামাতার সন্তুষ্টি বিধানের সুফল এবং অসন্তুষ্টতার কুফল সম্পর্কে নেকীর দাওয়াতের কিছু

www.dawateislami.net

মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম নিজ সন্তানের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী মায়ের দোয়ার ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনুন ও আন্দোলিত হোন।

মায়ের দোয়ায় সন্তানের কলেমা নসীব হয়ে গেলো

একজন ডাক্তারের বক্তব্য: এক ব্যক্তির হার্টের ভীষণ ব্যথা উঠলো, বাঁচার কোন আশা ছিলো না, তার মা বিছানার পাশে বসে দোয়া করছিলেন, যা উপস্থিত সকলেই শুনলো:"**হে আল্লাহ পাক!** আমি আমার সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট তুমিও সন্তুষ্ট হয়ে যাও।" ডাক্তাররা চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিলো আর মা দোয়ায় ব্যস্ত ছিলো। যখন শেষ সময় এলো, রোগী উচ্চ আওয়াজে কলেমা পাঠ করলো, ঠোঁটে মুচকি হাসি ছড়িয়ে গেলো আর রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়াল দিলো।

মৃত্যুকালে কলেমা পাঠকারী জান্নাতী

سُبْحٰنَ اللّٰه! যেই মুসলমানের মা শেষ সময়ে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে কতইনা ভাগ্যবান! আর যার শেষ সময়ে কলেমা নসীব হয়ে যায়,**আল্লাহ**র শপথ! সে খুবই সৌভাগ্যবান। যেমনটি; **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যার শেষ বাক্য لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আবু দাউদ, ৩/২৫৫, হাদীস ৩১১৬)

কলেমা পাঠকারীর ঘটনা

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মালাকুল মউত (عَلَيْهِ السَّلَام) এক মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির নিকট এলেন তখন তার অন্তরকে দেখলেন,

www.dawateislami.net

কিন্তু কোন ভালো আমল পেলেন না, অতঃপর তার চিবুক খুললেল তখন জিহ্বার পার্শ্বকে তালুর সাথে লাগানো দেখলেন এবং সে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করছিলো, তখন সেই কলেমার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

(আল মুহতাদরীন মাআ মাওসূয়াতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৩০৪, হাদীস ৯)

জব দমে ওয়াপসি হো ইয়া আল্লাহ লব পে হো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
হে মুহাম্মদ মেরে রাসূলে খোদা মারহাবা মারহাবা রাসূলাল্লাহ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মকবুল হজ্বের সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!নিশ্চয় পিতামাতার মর্যাদা অনেক উচ্চ ও উচ্চতর, তাঁদের দোয়া সন্তানের জন্য কবুল হয়ে থাকে,ব্যস তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন,অধিকহারে খেদমত করে তাঁদের দোয়া নিন। তাঁদের সন্তুষ্টি ঈমানের নিরাপত্তা ও তাঁদের অসন্তুষ্টি ঈমান বিনষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে। পিতামাতার অনুগত সন্তান সর্বদা খুশি-আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দ্যময় থাকে, পৃথিবীর যেখানেই থাকবেন, নিজের পিতামাতার দোয়ার ফয়েয নিতে থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা"**সামুদ্রিক গম্বুজ**"এর ৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: খুবই আন্তরিকতা ও প্রেম ভালোবাসা সহকারে পিতামাতার দীদার করুন, পিতামাতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকানোর কথা কি বলবো! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন সন্তান তার পিতামাতার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবে তখন **আল্লাহ পাক** তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে মকবুল হজ্বের সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয

www.dawateislami.net

করলেন: যদিওবা কেউ দিনে শতবার তাকায়! ইরশাদ করলেন: نَعَمْ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ অর্থাৎ "হ্যাঁ, **আল্লাহ পাক** সব চেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি পবিত্র।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৬, হাদীস ৭৮৫৬) নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক কিছুরই ক্ষমতাবান, **তিনি** যা চান দিতে পারেন, কোন অবস্থাতেই অপারগ নন,অতএব যদি কেউ নিজের পিতামাতার প্রতিদিন একশত বার কেনো এক হাজার বারও রহমতের দৃষ্টিতে তাকায়, তবে **তিনি** তাকে এক হাজার **মকবুল হজ্বের** সাওয়াব দান করবেন।

মশগুল জো রেহতা হে, মা বাপ কি খেদমত মে
আল্লাহ কি রহমত সে, জাতা হে ওহ জান্নাত মে
মা বাপ কো ই'যা জো দেতা হে শারারত সে
জাতা হে ওহ দোযখ মে, আ'মাল কি শামত সে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকে একাকী ফেলে রাখা লোকের শিক্ষণীয় মৃত্যু

এক লোকের মা খুবই অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর বিছানায় পড়েছিলো, এরপরও অযোগ্য ছেলে তার সাথে অসদাচরণ করতো এবং বেচারীকে একাকী ফেলে রাখলো আর সেই অসহায় এই একাকী অবস্থায় মারা গেলো। সময় যেতে থাকে। ৩০ বছর পর সেই "অযোগ্য ছেলেও অসুস্থ হয়ে গেলো আর খুবই দুর্বল হয়ে গেলো। কৃতকর্মের ফল এভাবে সামনে এলো যে, কেঁদে কেঁদে বলতে শুনা গেছে: "আমার তিন ছেলে আছে,কিন্তু আমার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করে না, আমি অনেক দিন ধরে অসুস্থ, কিন্তু একবারও দেখতে এলো না।" অবশেষে সে তার মায়ের মতো রাতে একা

www.dawateislami.net

মারা গেলো। সকালে মহল্লা বাসীরা দেখলো যে, একা পড়ে থাকা লাশে পিঁপড়া জমা হয়ে গেছে আর তাকে কামড়াচ্ছে।

দিল দুখানা ছোড় দেয় মা বাপ কা, ওয়ারনা হে ইস মে খাসারা আপ কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই বাস্তবতা যে, পিতামাতাকে কষ্ট দানকারীরা দুনিয়াতেও শাস্তি পেয়ে থাকে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল গুনাহের শাস্তি **আল্লাহ পাক** চাইলে কিয়ামতের জন্য তুলে রাখেন, কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি জীবদ্দশাতেই দিয়ে দেন। (আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৫/২১৬, হাদীস ৭৩৪৫)

আসলেই সেই ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যবান, যে পিতামাতাকে খুশি রাখে, যেই দূর্ভাগা পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করে তার জন্য রয়েছে ধ্বংস। **আল্লাহ পাক** ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ থেকে ২৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًاؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যেন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ' বলবেনা। আর তাদেরকে তিরস্কার করোনা আর তাদের সাথে সম্মান সূচক কথা বলবে। এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও নম্র

www.dawateislami.net

الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾
رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ

(পারা ১৫, সূরা বণী ইসরাঈল, আয়াত ২৩-২৫)

হৃদয়ে; আর আরয করো, হে আমার **প্রতিপালক**! তুমি তাঁদের উভয়ের উপর দয়া করো, যেমনি ভাবে তাঁদের উভয়ে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন। তোমাদের **প্রতিপালক** ভালোভাবে জানেন যা তোমাদের অন্তর সমূহে রয়েছে,

শিশুকালে মাও তো সন্তানের মলমূত্র সহ্য করে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত আয়াতে করীমায় **আল্লাহ পাক** পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন ও বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যে বেশি খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় পিতামাতার বার্ধক্য মানুষকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করে,অনেক সময় প্রচন্ড বার্ধক্যে প্রায় বিছানাতেই প্রস্রাব-পায়খানা হয়ে যায়, যার কারণে সাধারণত সন্তান বিরক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখবেন! এমন অবস্থায়ও পিতামাতার খেদমত করা আবশ্যক। শিশুকালে মাও তো সন্তানের মলমূত্র সহ্য করে থাকে। বার্ধক্যও অসুস্থতার কারণে পিতামাতার মাঝে যতই খিটখিটেভাব আসুক,বিগড়ে যাক, বিনা কারণে ঝগড়া করুক, পেরেশান করুক, ধৈর্য্য, ধৈর্য্য এবং ধৈর্য্যই ধরুন আর তাদের সম্মান করা আবশ্যক। তাদের সাথে অসদাচরণ করা, তাদেরকে ধমক দেয়া ইত্যাদি তো দূরের কথা তাদের সামনে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত করবে না, অন্যথায় বাজি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এবং উভয় জগতের ধ্বংস ভাগ্যের অংশ হয়ে যেতে পারে, কেননা পিতামাতার মনে কষ্ট দানকারী এই দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত ও

www.dawateislami.net

অপমানিত হয়ে থাকে আর আখিরাতেও জাহান্নামের আগুনের অধিকারী হয়।

দিল দুখানা ছোড় দেয় মা বাপ কা,
ওয়ারনা ইস মে হে খাসারা আপ কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

অন্তিম মুহূর্তে ভয়ংকর চিৎকারকারী যুবক

এক যুবকের কিডনী নষ্ট হয়ে গেলো, হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো, অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো, তার মুখ ও নাক দিয়ে যন্ত্রণাদায়ক আওয়াজ বের হচ্ছিলো, চেহারা নীল হয়ে যেতো এবং চোখ প্রায় বের হয়ে আসতো, এই অবস্থায় দুই দিন অতিবাহিত হলো। সেই যন্ত্রণাদায়ক আওয়াজ ভয়ঙ্কর চিৎকারে পরিণত হলো, ওয়ার্ডের রোগীরা পালাতে শুরু করলো, অতএব তাকে ওয়ার্ড থেকে দূরের একটি কক্ষে রাখা হলো, তার পিতা ডাক্তারকে বললো:তাকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিন, যেনো সে মরে যায়, আমি তার অবস্থা সহ্য করতে পারছি না। যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তার এই আশ্চর্যজনক অবস্থা কেনো হলো? পিতা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো: এ ছেলে তার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মাকে মারতো আর আমি তাকে বাধা দিতাম, এখন মনে হচ্ছে যেনো এর শাস্তি পাচ্ছে! মোট তিনদিন মৃত্যুযন্ত্রণার প্রচন্ড কষ্টে লিপ্ত থাকার পর সে মারা গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মায়ের ডাকে সাড়া না দেয়ায় সন্তান বোবা হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা তাওবা কবুলকারী **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করছি এবং **তাঁর** নিকট নিরাপত্তার আবেদন করছি। হায়!পিতামাতার মনে কষ্ট দেয়া কিরূপ লাঞ্ছণাকর ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের কারণ। পিতামাতার প্রতি খুবই যত্নবান হওয়া উচিৎ, কেননা যখনই ডাকবেন সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে জি আম্মা, জি আব্বু বলে তাঁদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে যাওয়া উচিৎ, বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তিকে তার মা ডাক দিলো, কিন্তু সে উত্তর দিলোনা,এতে তার মা তাকে বদ দোয়া দিলো, তখন সে বোবা হয়ে গেলো। (বির্‌রুল ওয়ালিদাইন লিত তারতূসী, ৭৯ পৃষ্ঠা)

পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের ইবাদত কবুল হয় না

নিজের পিতার অবাধ্য সন্তান সম্পর্কে করা এক প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রিয় আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা **খাঁন** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পিতার অবাধ্যতা **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা আর পিতার অসন্তুষ্টি **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি,মানুষ যদি তার পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করে তবে তা হলো তার **জান্নাত** আর যদি অসন্তুষ্ট করে তবে তাই তার **দোযখ**। যতক্ষণ পিতাকে সন্তুষ্ট করবে না, তার কোন ফরয, কোন নফল, কোন নেক আমলই কখনো কবুল হবেনা, আখিরাতের আযাব ছাড়াও দুনিয়ায় জীবদ্দশাতেই মারাত্মক আপদ অবতীর্ণ হবে, মৃত্যুকালে مَعَاذَالله কলেমা নসীব না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৮৪, ৩৮৫)

www.dawateislami.net

গাধার ন্যায় মানুষের মৃতদেহ

হযরত আওয়াম বিন হাওশাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি তাবে-তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন এবং তিনি ১৪৮ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন) বলেন: আমি একবার কোন মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এর পাশেই ছিল কবরস্থান, আসরের নামাযের পর একটি কবর ফেঁটে গেলো এবং তা থেকে এমন এক মানুষ বের হলো যার **মাথা গাধার ন্যায় আর অবশিষ্ট শরীর মানুষের** ছিলো, সে তিনবার গাধার মত ডাক দিলো, পুনরায় কবরে চলে গেলো ও কবরটি বন্ধ হয়ে গেলো। একজন বয়স্ক মহিলা বসে সুতা কাটছিলো,এক মহিলা আমাকে বললো: বয়স্ক মহিলাটিকে দেখতে পাচ্ছেন? আমি বললাম: এর ব্যাপারটা কি? বললো: তিনি হলেন ঐ কবরবাসীর মা, সে মদ্যপায়ী ছিলো,যখন রাতে ঘরে আসতো, মা তাকে উপদেশ দিতো: বাবা! **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো, আর কত এই অপবিত্র পানি পান করবে! সে উত্তর দিতো: তুমি গাধার মতো চিৎকার করছো। সে আসরের পর মারা গেলো, মারা যাওয়ার পর থেকে প্রতি দিন আসরের পর তার কবর খুলে যায় আর এভাবে তিনবার গাধার মতো চিৎকার করে পুনরায় কবরে চলে যায় এবং কবরটি বন্ধ হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল মুনযিরী, ৩/২৬৭, হাদীস ৩৮৩৩)**

দিল না তো মা বাপ কা হারগিয দুখা, হোকাহিঁ না খাতেমা তেরা বুরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মায়ের সাথে অভদ্র আচরণকারীকে মাটি জীবিত গিলে নিলো!

কোন এক গ্রামে এক কৃষকের ঘরে বউ শ্বাশুড়ীর মাঝে সর্বদা ঝগড়া লেগে থাকতো, অনেকবার কৃষকের বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলো আর সে অনেক বুঝিয়ে তাকে নিয়ে আসে। শেষ বার বউ কৃষককে বলে দিলো: এবার এই ঘরে হয়তো আমি থাকবো নয়তো তোমার মা থাকবে। কৃষক তার স্ত্রীর প্রতি খুবই দূর্বল ছিলো, সেই দূর্ভাগা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো যে, রোজ রোজ ঝগড়ার সমাধান হলো, মাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া। অতএব একবার কোন এক কৌশলে মাকে তার আঁখের ক্ষেতে নিয়ে গেলো, আঁখ কাটার ফাঁকে সুযোগ পেয়ে মায়ের দিকে তাক করে যেই তার উপর কুঠারের আঘাত করতে চাইলো, অমনি জমিন সেই কৃষকের পা আটকে ধরলো, কুঠার হাত থেকে ছুটে গিয়ে দূরে পড়লো আর মা ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার করতে করতে গ্রামের দিকে দৌঁড়ে গেলো। জমিন ধীরে ধীরে কৃষককে গিলতে শুরু করলো, সে ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো আর তার মাকে চিৎকার করে করে ক্ষমা চাইতে থাকলো, কিন্তু মা অনেক দূরে চলে গিয়েছিলো, কিছুক্ষণ পর যখন লোকেরা সেখানে পৌঁছলো ততক্ষণে সে বুক পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে গিয়েছিলো, লোকেরা তাকে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু জমিন তাকে গিলতেই রইলো, এক পর্যায়ে লোকটি মাটির সাথে মিশে গেলো।

জাহাঁ মে হে ইবরত কে হার সু নমুনে মগর তুঝকো আন্ধা কিয়া রঙ ও বু নে
কাভি গওর সে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে জো আবাদ থে ওহ মহল আব হে সুনে
জাগা জী লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহি হে

www.dawateislami.net

তাওবা! তাওবা!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাওবা! তাওবা!! কেঁপে উঠুন!!! আর যদি পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করে থাকেন, তবে দ্রুত তাদের পায়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে নিন, এটা তো দুনিয়ার শাস্তি ছিলো, যা সেই মায়ের অবাধ্য মুর্খ কৃষকের বেলায় দেখা গেছে। সেই কৃষকটি যদি মুসলমান হয়ে থাকে তবে আমরা দয়ালু ও করুণাময় **আল্লাহ পাকের** দরবারে তার জন্য দয়ার আবেদন করছি। দুনিয়ার শাস্তি যখন সহ্য করা যায় না তখন আখিরাতের শাস্তি কিভাবে সহ্য করবে! **আল্লাহর** শপথ! পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের মৃত্যুর পর হওয়া শাস্তি দুনিয়াবী শাস্তির তুলনায় কোটি কোটি গুণ বেশি ভয়াবহ হবে। যেমনটি; **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত "**সামুদ্রিক গম্বুজ**" পুস্তিকার ২৩-২৪ পৃষ্ঠা থেকে তিনটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

আগুনের ডালে ঝুলন্ত ব্যক্তি

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন:**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:মেরাজের রাতে আমি কতিপয় লোককে দেখতে পেলাম, যারা **আগুনের ডালের সাথে ঝুলে** রয়েছে, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: **হে জিব্রাঈল**! এরা কারা?আরয করলো: اَلَّذِيْنَ يَشْتُمُوْنَ اٰبَاءَهُمْ وَاُمَّهَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا অর্থাৎ এরা সেই লোক, যারা পৃথিবীতে তাদের পিতামাতাকে গালিগালাজ করতো।

(আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৩৯)

www.dawateislami.net

বৃষ্টির ফোঁটার ন্যায় আগুনের স্ফুলিঙ্গ

বর্ণিত আছেঃ যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালিগালাজ করলো, তার কবরে আগুনের স্ফুলিঙ্গ এতো বেশি বর্ষিত হয়, যেরূপ (বৃষ্টির) ফোঁটা আকাশ থেকে মাটিতে আসে। (প্রাগুক্ত, ২/১৪০)

কবর পাঁজরের হাঁড় ভেঙ্গে দেয়

বর্ণিত আছেঃ যখন পিতামাতার অবাধ্যকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে চাপ দেয়, এমনকি তার পাঁজর (ভেঙ্গেচুরে) একটি অপরটির মাঝে ঢুকে যায়। (প্রাগুক্ত)

পায়ে ধরে পিতামাতার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনার পিতামাতা বা তাঁদের মধ্যে যে কোন একজন অসন্তুষ্ট থাকে তবে অতি দ্রুত হাত জোর করে, পা ধরে এবং কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে নিন, তাদের বৈধ চাহিদাগুলো পূরণ করে দিন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারেও কেঁদে কেঁদে তাওবা করে নিন, কেননা এতেই উভয় জগতের মঙ্গল।পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে আরো জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার প্রচারিত দু'টি ভিসিডি (১) **"মা-বাবার হক"** ও (২) রমযানুল মুবারকের ইতিকাফে (১৪৩০হিঃ) অনুষ্ঠিত "মাদানী মুযাকারা" এর **"মা-বাবার অবাধ্যদের পরিণতি"** নামক ভিসিডি দেখুন।

www.dawateislami.net

মায়ের বদ দোয়ায় পা কাটা গেলো

আসলেই পিতামাতার হক থেকে দায়মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন,এর জন্য সারা জীবন সচেষ্ট থাকতে হবে আর পিতামাতার অসন্তুষ্টি থেকে সর্বদা বেঁচে থাকতে হবে। যেই লোক পিতামাতাকে কষ্ট দেয়, তাদের দুনিয়ায়ও ভয়ানক পরিণতি হয়ে থাকে, যেমনটি; হযরত আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "যামাখশরী"এর (যে মুতাযিলা ফেরকার একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলো, তার) একটি পা কাটা ছিলো, মানুষের জিজ্ঞাসার ফলে সে প্রকাশ করলো যে, এটি আমার মায়ের বদ দোয়ার ফল,ঘটনাটি ছিলো এরূপ: আমি ছোট বেলায় একটি পাখি ধরেছিলাম আর তার পায়ে রশি বেঁধে দিলাম, হঠাৎ পাখিটি আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে উড়তে উড়তে একটি দেয়ালের ফাটলে ঢুকে গেলো, কিন্তু রশিটি বাইরে ঝুলছিলো, আমি রশিটি ধরে নির্দয়ভাবে টান দিলাম তখন পাখিটি ব্যথায় ছটফট করে বেরিয়ে এলো, কিন্তু পাখিটির পা রশিতে কেঁটে গিয়েছিলো, আমার মা এই যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য দেখলেন, তখন মনোবেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে আমার জন্য বদদোয়া বের হয়ে গেলো:"যেভাবে তুমি এই নির্বাক পাখিটির পা কেটেছো, **আল্লাহ পাক** তোমার পা কেটে নিক।" বদদোয়ার ফল প্রকাশ পেয়ে গেলো,কিছুদিন পর ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি "বোখারা" সফর করলাম, পথিমধ্যে আমি বাহন থেকে পড়ে যাই, পায়ে প্রচন্ড আঘাত পেলাম,"বোখারা" পৌঁছে অনেক চিকিৎসা করাই কিন্তু কষ্ট প্রশমিত হলো না, অবশেষে পা কাঁটতে হলো। (আর মায়ের বদ দোয়া এভাবে বাস্তবায়িত হলো) (হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, ২/১৬৩)

www.dawateislami.net

পিতামার ভালোবাসায় সন্তানের উপর মনস্তাত্বিক প্রভাব

পিতামাতার গুরুত্ব সম্পর্কে কে জানে না, ইসলাম আমাদেরকে পিতামাতাকে খুশি রাখার তাঁদের অসন্তুষ্টি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে, নিঃসন্দেহে এতে আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও পিতামাতার ব্যাপারে অভাবনীয় ও আশ্চর্যজনক গবেষণা করেছে: যেমনটি; ডক্তর নিকলসন ডেভিস (Dr. Nicholson Devis) ও প্রফেসর মিসলন ক্যাম (Prof. Mislon Cam) এর একটি রিপোর্টের সারমর্ম হলো: পিতামাতা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে তাদের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এই ভালোবাসার কারণে পিতামাতার চোখের ভেতর আলোর এক বিশেষ রশ্মি সৃষ্টি হয়, যা সন্তানের জন্য সুস্বাস্থ্যের কারণ হয়!পিতামাতা যদি হাজার মাইল দূরেও থাকে (যদি সন্তানের প্রতি খুশি থাকে, তবে) তাঁদের সহানুভূতি ও শুভ কামনার মাধ্যমে সেই অদৃশ্য রশ্মির বিচ্ছুরণ সন্তান পর্যন্ত পৌঁছে যায়,পিতামাতা অসুস্থ হলেও তাঁদের এই অদৃশ্য রশ্মি দূর্বল হয় না, এর শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। পিতামাতা যদি কাছে থাকে, তবে তাঁদের ভালোবাসাপূর্ণ অদৃশ্য রশ্মি শরীর ও স্নায়ুকে (অর্থাৎ ঐ সূক্ষ্ম শুভ্র তন্তু যা মস্তিষ্ক ও হারাম মগজ থেকে বের হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে) শক্তি প্রদান করে থাকে এবং নরম ও কোমল রাখে। পিতামাতার স্পর্শ মানসিক রোগ ও মনস্তাত্বিক উৎকণ্ঠাকে দূর করে।এক বিজ্ঞানী নিজের গবেষণার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “আমি যখনই আমার মায়ের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করি তখন আমার মাঝে

www.dawateislami.net

প্রশান্তির একটি সুখানুভূতি ঢেউ খেলে যায়।"যাই হোক এটা ছিলো অমুসলিমদের গবেষণা, আমাদের দুনিয়াবী উপকারের জন্য নয় বরং **আল্লাহ পাক ও প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধান পালণের নিয়্যতে পিতামাতার আনুগত্য করা উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমানরা তো তবুও পিতামাতার খেদমত করে থাকে, অমুসলিমদের মাঝে তো বৃদ্ধ পিতামাতাকে তেমন গুরুত্বও দেয়া হয়না,তা এই ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন:

বৃদ্ধাশ্রম ও এক অসহায় বৃদ্ধা

ইংল্যান্ডের একটি পত্রিকায় কিছুটা এরূপ শ্বাসরুদ্ধকর এক ঘটনা ছাপানো হয়েছিলো, এক মায়ের একমাত্র কন্যা 'মেরি' Mary ব্যতীত আর কোন সন্তান ছিলো না,'মেরি' যখন পরিণত বয়সে উপনীত হলো তখন মা এক স্বচ্ছল ও সামাজিকভাবে সম্মানিত যুবকের সাথে তার বিয়ে দিলো। আর নিজেও তাদের সাথে বসবাস করতে লাগলো। তাদের ঘরে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হলো, তার নাম রাখা হলো এলিজাবেথ (Elizabeth), নানী যেনো একটি খেলনা পেয়ে গেলো, নাতনী এলিজাবেথ তার সাথে খুব মিশে গেলো, সময় অতিবাহিত হতে থাকে, এদিকে এলিজাবেথ বড় হতে থাকে আর ওদিকে নানী বার্ধক্যে উপণীত হচ্ছিলো। এখন ছোট্ট এলিজাবেথ এতটুকু বড় হয়ে গেলো যে, নিজের পোশাক নিজে বদলাতে পারে। 'মেরি' ভাবলো মা এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে. ঘরে মেহমান অতিথি আসে তোতাদের সাথে তিনি মিলতে পারেন না,অতএব সে মাকে বৃদ্ধদের বিশেষ ঘর অর্থাৎ বৃদ্ধাশ্রমে (Old House) পাঠিয়ে দিলো, মা অনেক প্রতিবাদ করলো, ঘরে তার প্রয়োজনীয়তার কথা

www.dawateislami.net

বললো, নাতনী এলিজাবেথের লালন-পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলো, কিন্তু একটি কথাও শুনলো না। এলিজাবেথেরও নানীর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, সেও নানীর পক্ষে অনেক সুপারিশ করলো, কিন্তু তার কথাও কর্ণপাত করলো না। 'মেরি' বাহানা করতে লাগলো যে, ঘরে সংকুলান হচ্ছে না, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা মাঝে মাঝে বৃদ্ধাশ্রমে দেখা করতে আসবো, শনি ও রবি (দুই দিন) আপনাকে ঘরেও নিয়ে আসবো, বৃদ্ধাশ্রমে গেলে কি আত্মীয়তার বন্ধন নষ্ট হয়! প্রথম প্রথম 'মেরি' মায়ের সাথে দেখা করতো, কিন্তু ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে লাগলো। অবশেষে প্রতীক্ষা বৃদ্ধার ভাগ্যে পরিণত হলো। তিনি ভালোবাসাপূর্ণ লম্বা লম্বা পত্র লিখতেন, নাতনী এলিজাবেথের জন্য প্রীতিপত্র লিখতেন,কিন্তু বিশেষ কোন ফল হলো না। একবার চিঠিতে মেয়ে লিখেছিলো যে, এবারের ক্রীসমাসের (Christmas) আগের রাতে আপনাকে আনতে যাবো,আপনাকে বাড়িতে নিয়ে আসবো। বৃদ্ধার খুশির সীমা রইলো না, তিনি প্রিয় নাতনীর জন্য উলের সুয়েটার বানালেন, উপহার দেয়ার জন্য। ২৪ ডিসেম্বর রাতে অনেক তুষারপাত ছিলো'মেরি' তাকে নিতে আসবে এই আশায় তিনি তার 'প্রীতি উপহার' হাতে নিয়ে প্রতীক্ষায় বিল্ডিংয়ের ব্যালকনিতে বসে আশাভরা দৃষ্টিতে সড়কের আসা-যাওয়া করা প্রতিটি গাড়ির প্রতি গভীর ভাবে দেখছিলো যে, 'মেরি'র গাড়ি কখন আসছে! বৃদ্ধাশ্রমের এক সেবিকা ন্যানসির (Nansi) বৃদ্ধার অস্থিরতা দেখে খুবই মায়া হচ্ছিলো, সে হিটার দেয়া কক্ষে যাওয়ার জন্য অনেক জোর করলো, কিন্তু বৃদ্ধা এলো না। ন্যানসি একটি গরম শাল এনে তার গায়ে জড়িয়ে দিলো আর সহানুভূতির সহিত বার বার গরম চা এনে দিতে

www.dawateislami.net

থাকলো, বৃদ্ধাপ্রচন্ড শীতে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে প্রতীক্ষায় সারারাত জেগে রইলো, কিন্তু মেয়ে এলো না। প্রচন্ড শীতের কারণে বৃদ্ধার প্রচন্ড নিওমোনিয়া হয়ে গেলো,যা সর্দি লাগা, কাশি হয়ে যাওয়া এবং গলা খারাপ হয়ে যাওয়া দ্বারা শুরু হয়, এতে ফুসফুসের কোন অংশে ইনফেকশন হয়ে যায়, যার ফলে সেদিকে বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারে না এবং রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে খুবই কষ্ট হয়, সাথে জ্বর বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০৫ ডিগ্রী হয়ে যায়। এই রোগের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অবশেষে বৃদ্ধা মারা গেলো। কিছুদিন পর 'মেরি' তার মায়ের মালামাল নিতে বৃদ্ধাশ্রমে এলো, সে সেখানকার সেবিকা ন্যানসিকে কৃতজ্ঞতা জানালো, কেননা সে শেষ সময় পর্যন্ত তার বৃদ্ধা মায়ের সেবায় রত ছিলো,যেহেতু ন্যানসি তখনো যুবতী ছিলো এবং যথেষ্ট কর্মঠও ছিলো, তাই 'মেরি' তাকে বেশি বেতনের লোভ দেখিয়ে তাকে তার ঘরে সেবিকার কাজ করার প্রস্তাব দিলো। 'ন্যানসি'কড়া করে বললো: আপনার ঘরে অবশ্যই আসবো, তবে এখন না, যেদিন আপনার মেয়ে এলিজাবেথ আপনাকে এখানে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যাবে, সেদিন আমি তার সাথে তার সেবা করার জন্য চলে যাবো।

বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থানরত দু'জন স্বদেশী বৃদ্ধের ফরিয়াদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা তো ছিলো একটি অমুসলিম পরিবারের ঘটনা,তা শুনে আপনাদের হয়তো কিছুটা আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। অমুসলিম দেশে অসংখ্য বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে কিন্তু আফসোস, এখন তাদের দেখাদেখি ইসলামী দেশগুলোতেও এমনকি আমাদের দেশেও তা চালু হয়ে গেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে

www.dawateislami.net

মদীনায় ১৬ রবিউন আউয়াল শরীফ ১৪৩২ হিজরীতে (১৯.০২.২০১১ ইং) বয়োঃবৃদ্ধদের মাদানী মুযাকারা হয়েছিলো, যাতে সারা দেশের হাজারো বয়োঃবৃদ্ধ অংশগ্রহন করেছিলো এবং এই মাদানী মুযাকারা "মাদানী চ্যানেলে" সরাসরি সম্প্রচারিত (Telecast) হয়েছিলো। দেশীয় কোন বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থান করা দু'জন খুবই দূর্বল বৃদ্ধ ইসলামী ভাইদেরকে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত ভাষায় তাদের কষ্টের কাহিনী বর্ণনা করেছে এবং বৃদ্ধাশ্রমে রেখে চলে যাওয়াতে নিজের প্রিয়জনদের সম্পর্কে খুবই আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করে বললেন: আমাদের ইচ্ছা যে, আমাদের পরিবার পরিজনেরা আমাদেরকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাক, আমরা এখানে অনেক কষ্টে আছি। হায়! হায়! ঐ সন্তানরা কতই না অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ও অযোগ্য, যারা শিশুকালে পিতামাতার পক্ষ থেকে করা সমস্ত অনুগ্রহ ভূলে গিয়ে বার্ধক্যে তাদেরকে দূরে ফেলে দিয়ে আসে। অথচ বার্ধক্যে তো বেচারাদের সহানুভুতির আরো বেশি প্রয়োজন হয়ে থাকে। ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা সংকল্প করে নিন, যাই হবে হোক, আজীবন পিতামাতার সেবা করে যাবো এবং তাদের সেবা করে নিজেকে জান্নাতের হকদার বানাব اِنْ شَآءَ الله। বিশ্বাস করুন, পিতামাতার হক অনেক বেশি আর তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

মাকে কাঁধে তুলে গরম পাথরে ছয় মাইল...

এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: একটি রাস্তায় এমন গরম পাথর ছিলো যে, যদি মাংসের টুকরো তাতে রাখা হতো তবে কাবাব হয়ে যেতো! আমি আমার মাকে কাঁধে তুলে

www.dawateislami.net

নিয়ে **ছয় মাইল** পর্যন্ত নিয়ে গেলাম, আমি কি এতে মায়ের হক থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার জন্মের সময় ব্যথার যত ধাক্কা তিনি সহ্য করেছিলেন, হয়তো এটা তা থেকে একটির বদলা হতে পারে। (আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ১/৯২, হাদীস ২৫৭)

গর্ভধারণের কষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই মা তাদের সন্তানের জন্য অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে থাকে, প্রসবের (Delivery) বেদনা যে কিরূপ তা একজন মা'ই শুধু বলতে পারবে, পুরুষদের জন্য কতইনা সহজতা যে, তাদের প্রসব করতে হয়না। **আমার প্রিয় আ'লা হযরত**, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা **খাঁন** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ২৭তম খন্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় বলেন: পুরুষের সম্পর্ক শুধু স্বাদ গ্রহণে আর মহিলাদের অসংখ্য দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, নয় মাস পেটে রাখে, চলাফেরা, উঠা বসাতে অসুবিধা হয়, অতঃপর জন্মের সময় তো ব্যথার প্রতিটি ধাক্কায় মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়, আবার বিভিন্ন ধরণের ব্যথার মধ্যে নেফাস সম্পন্নার (অর্থাৎ সন্তান জন্মের পর নির্গত হওয়া রক্তের কষ্টে লিপ্ত হওয়া মহিলার) চোখ থেকে ঘুম চলে যায়। তাই (**আল্লাহ পাক**) ইরশাদ করেন:

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ

(পারা ২৬, সূরা আল আহকাফ, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তার মা তাকে গর্ভে রেখেছে কষ্ট সহ্য করে এবং তাকে প্রসব করেছে কষ্ট সহ্য করে। আর তাকে বহন করে চলাফেরা করা ও তার দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে।

www.dawateislami.net

ফলে প্রতিটি সন্তানের জন্মে যেনো মহিলার জন্য কমপক্ষে তিন বছরের স্বশ্রম কারাদন্ড। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৭/১০১)

ড্রাইভারের জীবন বেঁচে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাত শিখতে ও শিখাতে, এর উপর আমল বৃদ্ধি করতে, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানাতে এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন,নিজের ঈমানের নিরাপত্তর জন্য সচেষ্ট থাকুন, নিয়মিত নামায অব্যাহত রাখুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, **নেক আমল** অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন এবং এতে অটলতার জন্য প্রতিদিন "**আমলের পর্যবেক্ষণ**" করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখেই নিজের এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন আর নিজের এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" অর্জনের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কমপক্ষে তিনদিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি **মাদানী বাহার** শুনাই।

বাবুল মদীনা (করাচী) এলাকার নয়া আবাদের এক ইসলামী বোনের শপথ করা বক্তব্যের সারাংশ হলো: আমার এক ভাই আরব শরীফের শহর"রিয়াদে" ড্রাইভারের চাকুরী করছে। একদিন ড্রাইভিং করার সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলো এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

www.dawateislami.net

মস্তিষ্কে এমনভাবে আঘাত পেলেন যে, বাঁচার কোন আশাই রইলো না। আমি অপারগ ছিলাম, তাকে দেখতেও যেতে পারছিলাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতাম। আমি ভাইয়ের বিষয়টি এলাকার এক ইসলামী বোনকে বলেছিলাম। তিনি আমাকে সান্তনা দিয়ে পরামর্শ দিলেন:এভাবে নিয়মিত ইজতিমায় উপস্থিত হয়ে বেশি বেশি দোয়া করতে থাকুন। অতএব আমি এমনই করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইজতিমায় করা দোয়ার বরকতে তিন মাসের মধ্যেই ভাইজান কথা বলতে শুরু করলো। ডাক্তাররাও আশ্চর্য হয়ে গেলো, কেননা মস্তিষ্কের আঘাত অনেক বেশি ছিলো এবং স্বভাবতই বাঁচার আশাও ছিলো একেবারেই কম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইজতিমার বরকতের প্রতি আমার বিশ্বাস আরো মজবুত হলো।

এ্যয় ইসলামী বেহনো! না মাইয়ুস হোনা তুমহে খেয়র দেগা দিলা মাদানী মাহোল
তু পর্দে কে সাথ ইজতিমাআত মে আ তেরি দেগা বিগড়ী বানা মাদানী মাহোল

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় করা দোয়া অবশ্যই কাজে আসে, হযরত ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تُنَزَّلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার লোকেদের আলোচনার সময় **আল্লাহ পাকের রহমত** অবতীর্ণ হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, হাদীস ১০৭৫) যখন নেককার বান্দার আলোচনায় রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তখন যেই ইজতিমায় **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির ও আলোচনা হয়ে থাকে,

সেখানে কেন রহমত অবতীর্ণ হবে না আর যেখানে রিমঝিম রহমত বর্ষিত হতে থাকে, সেখানে দোয়া কেনো কবুল হবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৭৫৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব**"জান্নাতে যাওয়ার আমল"**এর ৪৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আবু সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমরা দু'জন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই সম্প্রদায় **আল্লাহ পাকে**র যিকির করার জন্য বসে, ফিরিশতা তাদেরকে ঘিরে নেয় ও রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় আর তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং **আল্লাহ পাক তাঁর** ফিরিশতাদের সামনে তাদের চর্চা করেন।" **(সহীহ মুসলিম, ১৪৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭০০)**

যিকির কাকে বলে?

"আল্লাহ হু" এবং **"হক হু"**এর রট লাগানো নিঃসন্দেহেই যিকির। তাছাড়া তিলাওয়াতে কুরআন, হামদ ও সানা, মুনাজাত ও দোয়া, দরূদ ও সালাম, নাত ও মানকাবাত, খুতবা, দরস, সুন্নাতে ভরা বয়ান ইত্যাদিও **"আল্লাহর যিকির"** এর অর্ন্তভুক্ত। অতএব **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমাও যিকিরের মাহফিল।

সারে আ'লম কো হে তেরি হি জুস্তজু, জ্বিন ও ইনস ও মালাক কো তেরি আ'রযু
ইয়াদ মে তেরি হার এক হে সু বাসু, বন মে ওয়াহশী লাগাতে হে যার বাতে হু

اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ **(সামানে বখশীশ শরীফ, ১৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করো, আমাদেরকে **তোমার ও তোমার প্রিয় হাবীব**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর ভালোবাসায় জীবিত রাখো, যতদিন বাঁচবো সুন্নাতের উপর যেনো আমল করতে থাকি এবং মারা গেলে তবে মদীনার ভূমিতে, সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে, দৃষ্টির সম্মুখে **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জালওয়া আর ঠোঁটে যেনো হয় কলেমা তৈয়্যবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া খোদা জিসম মে জব তক কেহ মেরি জান রাহে
তুঝ পে সদকে তেরে মাহবুব পে কুরবান রাহে
কুছ রাহে ইয়া না রাহে পর ইয়ে দোয়া হে কেহ আমীর
নাযআ কে ওয়াক্ত সালামত মেরা ঈমান রাহে

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণের প্রতিদান

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি চায় তার আয়ু বৃদ্ধি হোক এবং রিযিক প্রশস্ত হোক, তার উচিত পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/৪৬৮, হাদীস: ১৩৪০০)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net